বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার বেহাল অবস্থা

বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ এবং ইংরেজী হচ্ছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যোগাযোগের একমাত্র ভাষা। বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভাণ্ডারের বৃহৎ অংশ সংরক্ষিত হয়েছে ইংরেজী ভাষায় এবং তা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে পুস্তক ও জার্নাল এবং অতি সাম্প্রতিককালের তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে উন্নত যোগাযোগ আর ইন্টারনেটের কল্যাণে পৃথিবীটা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে এবং সাধারণ মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী ভাষার নবঅভ্যুদয় ঘটেছে। এর ফলে এককালের ইংরেজী-বিমুখ জাতি ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, রাশিয়া ও চীন সাম্প্রতিককালের বছরগুলোতে ইংরেজী শেখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং এসব দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠী ইংরেজী শেখার প্রতি ব্যাপকহারে ঝুঁকে পড়ছে। প্রতিবেশী দেশ ভারত জ্ঞান বিজ্ঞানে যে বিস্তর উন্নতি লাভ করেছে এর পিছনে অন্যান্য কারণ ছাড়াও ইংরেজীতে পারদর্শিতাসহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সম্প্রতি তথ্যপ্রযুক্তি জগতে অন্যান্য জাতির তুলনায় ভারতীয়রা অধিক এগিয়ে রয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি জগতে প্রবেশ ঘটার পিছনে শুধু যে কম্পিউটার সফটওয়ারে তাদের ব্যুৎপত্তিই সহায়ক হয়েছে তা-ই নয়, ইংরেজীতে তাদের পারদর্শিতাও এর একটি নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে।

ঐতিহাসিক কারণে ভারতের মতো আমাদের ভূখণ্ডও (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজী পেয়েছিল কিন্তু আমরা সর্বমহলে তা প্রতিষ্ঠা বা পরিপোষণ করতে সক্ষম হইনি। সমকালীন বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও ইংরেজীর গুরুত্ব এবং চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু ইংরেজীর প্রয়োজন যখন সবচেয়ে বেশি তখন আমাদের দেশে এই ভাষায় দৈন্য আর দুর্বলতা অত্যন্ত প্রকট। কর্মসংস্থানের জন্য সম্পদশালী দেশে গমন, উচ্চশিক্ষার জন্য উন্নত দেশে যাওয়া, ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য বিদেশের সঙ্গে ব্যাপকভাবে যোগাযোগ তৈরি করা, তথ্যপ্রযুক্তির জগতে প্রবেশ করাসহ বহুক্ষেত্রে ইংরেজীতে আমাদের দুর্বলতা প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছে। সম্প্রতি আমাদের দেশে যে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তার বিশাল অংশ ইংরেজী লিখতে, পড়তে এবং বলতে প্রায় অক্ষম। আমাদের একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না, এখন ইংরেজী শুধু একটি ভাষা নয়, শুধু একটি বিষয় নয়—এটি সংস্কৃতির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এটি

একটি মাধ্যম; এটি একটি প্রযুক্তি, এটি একটি অস্ত্র—যা দিয়ে আমাদের প্রজন্মকে লড়াই করতে হবে অন্যান্য দেশের সঙ্গে— তা হবে প্রতিযোগিতার লড়াই, অস্তিত্বের লড়াই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন শিক্ষক প্রশিক্ষক হিসাবে আমি সাত বছর লক্ষ্য করেছি অধিকাংশ ইংরেজী বিষয়ের শিক্ষক ইংরেজী ভাষায় কথা বলতে অনীহা প্রকাশ করেন। এমনকি এদের অনেকে ইংরেজী বাক্যও সঠিকভাবে লিখতে পারেন না। অনেক শিক্ষক যাঁরা ইংরেজী গ্রামারে ভাল এমনকি অতীতে ইংরেজীতে মোটামুটি ভাল নম্বর পেয়ে এসেছেন তাঁরাও সঠিকভাবে লিখতে ও বলতে পারেন না। ফলে শিক্ষার্থীদের ইংরেজীতে কথা বলার অবস্থা আরও শোচনীয়। তাহলে স্কুলে দশটি বছর ধরে তারা কী ইংরেজী শিখছে? তারা আসলে পরীক্ষায় পাস করার জন্য ইংরেজী রচনা, প্যারাগ্রাফ, চিঠি, পাঠ্যভুক্ত কিছু গ্রামার মুখস্থ করে পরীক্ষায় উদগিরণ করে এসেছে কিন্তু ইংরেজী ভাষা শিখেনি। সুদীর্ঘ বারো বছর ইংরেজি পড়ে এসেও তা না শেখার কারণ মূলত তিনটি।

প্রথমত, ছাত্রদের বাস্তব জীবন অথবা কোনো বিষয় শেখার ক্ষেত্রে কখনও ইংরেজী প্রয়োজন হয় না, ফলে এর চর্চা হয় না। দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ভাল ইংরেজী পাঠ্যবই থাকলেও যথাযথভাবে পড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব। তৃতীয়ত, বিদ্যমান ইংরেজী ভাষা শিক্ষাব্যবস্থা বা পদ্ধতি সামগ্রিকভাবে আদর্শনীয় নয়।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ভাল ইংরেজী শিক্ষকের খুব অভাব। প্রথমত, ইংরেজী জানা শিক্ষক পাওয়া যায় না, দ্বিতীয়ত, তাদের অধিকাংশের ইংরেজী শিক্ষাদান সম্পর্কে বাস্তবিক কোন প্রশিক্ষণ নেই। বেশিরভাগ শিক্ষক পিটিআই (প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট) বা টিটিসি (টিচার্স ট্রেনিং কলেজ) থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন। যাঁরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাঁদের আবার খুব অল্পসংখ্যক ইংরেজী শিক্ষাদানে সক্ষম হন। পিটিআই ও টিটিসিতে ইংরেজী শিক্ষা ও শিক্ষাদানের প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে ইংরেজীর যোগ্য প্রশিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যোগ্য শিক্ষক তৈরির জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষক পাঠানো যেতে পারে। এ ধরনের একটি শক্তিশালী প্রশিক্ষিত টিম পরবর্তীকালে বাংলাদেশে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষক তৈরি করতে পারে।

(বাকী অংশ পরবর্তী সংখ্যায়)

ফখরুল ইসলাম
পিএইচডি গবেষক (ইংরেজী)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 21 JAN 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...